কালের কণ্ঠ

তারিখ ...13. AUG. 2015...
পৃষ্ঠা ...20 কলাম ...4.....

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি

জাবির পলাতক শিক্ষকের তিন বছরের সাজা

আদালত প্রতিবেদক ও
জাবি প্রতিনিধি ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যু চেয়ে চার বছর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে করা মন্তব্যের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রুহুল আমীন খন্দকার নামের এ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির প্রভাষক হলেও শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে আছেন। মামলা দায়েরের আগে থেকেই তিনি পলাতক। বর্তমানে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছে ঘনিষ্ঠরা।

গতকাল ঢাকার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হক শ্যামল রায় ঘোষণাকালে রুহুল আমীনকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, আসামি যেদিন আত্মসমর্পণ করবেন অথবা গ্রেপ্তার হবেন সেদিন থেকে সাজা কার্যকর হবে।

রায়ের পর রুহুল আমীন খন্দকার গতকাল বিবিসি বাংলাকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আবেগের বশবর্তী হয়ে ওই স্টেটাস দিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী বা আর কারো ক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা বলা ঠিক নয়।' তবে এখন যেহেতু সাজা হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে তিনি আপাতত দেশে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান।

২০১১ সালের ১৩ আগস্ট এক সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিক মিতুক মুনীর এবং চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ নিহত হওয়ার পর ফেসবুকে রুহুল আমীন মন্তব্য করেন। সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তাঁর দেওয়া স্টেটাসে লেখা ছিল, 'পরীক্ষা ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার ফল তারেক ও মিতুক মুনীরসহ নিহত ৫: সবাই মরে, হাসিনা মরে না কেন?' এ স্টেটাস নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু কামনার এ ঘটনাকে রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১১ সালের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

জাবির পলাতক শিক্ষকের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

২৬ সেপ্টেম্বর মামলার অনুমোদন দেয়। সাভারের সহকারী পুলিশ সুপার মনোয়ার হোসেন সে বছরের ২ অক্টোবর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন। আসামির অনুপস্থিতিতেই মামলার বিচারকাজ শেষ হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মূলত বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত রুহুল আমীন এ স্টেটাস ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে ব্যঙ্গ করে বিভিন্ন সময়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর স্থায়ী বহিষ্কার দাবিতে ক্যাম্পাসে কয়েক দফা বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ২০০৮ সালে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পান রুহুল আমীন। পরের বছরেই বিনা বেতনে শিক্ষা ছুটিতে অস্ট্রেলিয়ায় যান তিনি। ২০১১ সালে কটূক্তির এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ফরহাদ হোসেনকে প্রধান করে গঠন করা পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রুহুল আমিনের শিক্ষা ছুটি বাতিল করে দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মামলা বিচারাধীন থাকায় এত দিন তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। এখন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'